অবশেষে।

—শ্রীগোপাল রায়।

(১)

"আঃ বাঁচা গে'লো! কয়েক দিন অবিরত জল বর্ষনের পর আজ যেন একটু ক্ষান্ত হয়েছে। কি মুস্কিল, থামতেই চায় না! কোথায় বেশ জোরে এক পশ্‌লা হ'য়ে যাবি, তা না, সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত সেই একঘেয়ে টিপ্‌ টিপ্‌ অঝোরে কান্না! ছাই, বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে! ঘরের মধ্যে সকল সময় এম্‌নিভাবে বন্দী হ'য়ে থাকা কি আমাদের সয়? তবুও রক্ষে, আজ ঝুলন পূর্ণিমার এমন রাতটাকে মাটী করেনি!" এইসব কথাগুলো আপন মনে উচ্চারণ করতে করতে বিজয় শোবার ঘরের জানালাগুলো খুলে দিলো। খোলবা'র সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক চাঁদের কিরণ ঘরের মেঝেয় এসে লুটিয়ে পড়লো। বিজয় একটা আরাম কেদারা টেনে নিয়ে জানালার ধারে একটু এগিয়ে বসলো। হাতে তার কুমিল্লা থেকে কেনা একটা বাঁশের বাঁশী। "দেখো তো, আর একটু হ'লেই এমন আরামটার সর্ব্বনাশ করছিলো আর কি!" এই বলে বিজয় জোরে একটা ফুঁদিয়ে বাঁশীটা ঠিক করে নিলো। তারপর আরম্ভ করলো বেহাগের একটা সুর বাজাতে। বাইরের বাগান থেকে রজনীগন্ধার গন্ধমদিরা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভেসে এসে বিজয়কে মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে আস্‌ছিলো গজলের সুরে। কতোক্ষণ বাজানোর পর কেমন একটা আবেশ, কেমন একটা

নেশায় বিজয়ের চোখে নেমে এলো সুমধুর তন্দ্রা। ধীরে ধীরে সে এলিয়ে পড়লো নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড়ে।

গেলো বছর বিশ্ব বিদ্যালয় বিজয়কে বাংলা সাহিত্যে সন্তোষের সহিতই এম, এ উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছে। এখন সে বিশেষ কিছুই করে না, তবে খেয়াল হ'লে মাঝে মাঝে কবিতা লেখে আর বাঁশী বাজায়। এই দুটো সুকুমার কলাতেই তার হাত আছে বলে' অনেকে কেন যে তার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে তা সে বোঝে না। তার মনে হয়—বন্ধুদের এ বাড়িয়ে বলা। চেষ্টা করলে এ রকম বাঁশী বাজানো ও কবিতা লেখা, ও অনেকেই পারে। সে এমন কি লেখে যাতে তারা একটা তাজা প্রাণ, একটা সত্যিকার অনুভূতি খুঁজে পায়? তবে তার চেহারা এবং স্বাস্থ্যের প্রশংসা যে লোকে করে, সেটা মিথ্যে করে না, কারণ আয়নার সাম্‌নে দাঁড়ালে নিজেকে যেন তার বেশ সুন্দরই মনে হয়। তাতো সবারই হ'য়ে থাকে! কেউ কি আর আয়নাতে নিজের মুখখানা খারাপ দেখে? তা হ'লেও নাক, চোখ, ভ্রু শরীরের রং ইত্যাদি যে রকম হওয়া উচিত, তার সেই রকমইতো আছে? যাক্, এ বিষয়ে তবে আর লোকের প্রশংসার নিন্দে করা চলে না।

(২)

সকালে ঘুম ভাঙ্‌তেই বিজয় তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করে, মোটর নিয়ে ছুট্‌লো শেয়ালদা ষ্টেশনে। আজ সকালের গাড়ীতে দেশ থেকে তার দেওয়ান কাকার আসার কথা। তার মনে হ'লো—নাঃ, এম্‌নিভাবে আর কোলকাতায় বসে' থাকা হবে না। দিন দিন সে কুঁড়েই হয়ে যাচ্ছে। দেওয়ান কাকার সঙ্গে দেশে গিয়ে এবার সে জমিদারীর কাজকর্ম্ম দেখতে আরম্ভ করবে।

তার এ সব বিষয়ে জানা শোনা কম। তা হ'লেই বা। তার বুদ্ধি আছে, অল্প দিনের ভেতরেই সে দেওয়ান কাকার সঙ্গে থেকে থেকে মস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নেবে। দেওয়ান কাকা লোকটি বেশ ভালো। গ্রামবাসীরা তাঁর চরিত্র এবং স্বভাবের জন্য কথায় কথায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। আর তিনি আছেন বলেই তো এই দুর্দ্দিনেও তাদের জমিদারীর সুনাম দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি বড়ো গোলমাল করেন। প্রত্যেক চিঠিতে বিয়ের ঔচিত্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মস্ত এক বক্তৃতা করেন। সেতো কতোবার বলেছে বিয়ে সে করবে না—তবু কেন তাকে বার-বার সেই একই অনুরোধ? সে কি বুঝেনা এর প্রেরণা আস্‌ছে কোথা থেকে? মা বেশ ফন্দি এটেছেন, সে বল্লে বলেন, "আমি তো তোর কথায় সায়ই দিচ্ছি," আবার ভেতরে ভেতরে দেওয়ান কাকাকে বলা হয় বিয়ের ভালোটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। ভালো না, ছাই! বিয়ে কথাটা শুন্‌লে তার এম্‌নি বিরক্তি ধরে! কোন কোন বন্ধু "সমাজের কল্যাণের জন্য, দেশের হিতের জন্য, বংশ রক্ষার জন্য বিবাহের নিতান্ত প্রয়োজন" এইসব বলে তার কাছে উঁচু গলায় খুব বক্তৃতা করে, কিন্তু কোন দূর থেকে আসা এক মেয়ের তার নিজস্ব সম্পত্তির অর্দ্ধেক দাবী করার কি অধিকার থাক্‌তে পারে, একথার উত্তর তো কেউ দিতে পারে না।

মেয়েরা এসে গৃহের শৃঙ্খলা আনয়ন করেন—দীপ্তি আনয়ন করেন। করেন বৈকি! তারা এসে পরিবারে কলহের জীবাণু ছড়িয়ে দেন—অনর্থক খরচ বাড়িয়ে দেন—নানা চিন্তার জাল সৃষ্টি করে স্বস্তিটাকে নষ্ট করেন—সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখকে আবাহন করেন। ভালো করেন না কি? বিশেষ করে আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিতা মেয়েরা, যাদের না আছে বিবেক, না আছে সুবুদ্ধি, না আছে

সদ্বিবেচনা। আর তাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করা সেই মেয়েদেরই একজনকে! বাঃ, এবার দেওয়ান কাকাকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে কেন সে বিয়ে করতে চায় না।

আজকাল একটা মিথ্যে সুখের আশায় কেন যে মানুষ বিয়ে করতে চায় তার কোন যাথার্থ্যই সে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিছু দিন আগেকার একটা ঘটনা তার মনে পড়লো,—নীরেন বলে তার এক বন্ধুর মধ্যস্থতায় যূথিকা বলে একটি প্রগতি এবং আলোক প্রাপ্তা মেয়ের সঙ্গে তার শুভ পরিচয় ঘটে। ক্রমে চায়ের নিমন্ত্রণ একটু ঘন ঘনই হ'তে লাগলো। যেতে তার মোটেই ইচ্ছে হ'তো না, কিন্তু নীরেনের পাল্লায় পড়ে তার না গিয়ে রেহাই ছিলো না। সেখানে গিয়ে আনন্দ তো সে পেতোই না, বরং যূথিকার 'দৃষ্টি এবং বিনিয়ে বিনিয়ে নাকি সুরে কথা বলা তার বিরক্তিরই কারণ হ'য়ে দাঁড়াতো। কথাগুলো শুন্‌লেই মনে হয়—কণ্ঠস্থ করা অন্য কারো কথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। মৌলিকতার নাম গন্ধও নেই। তারপর শেষ দিনের কথা—টেবিলের কাছে বসে সে আর যূথিকা গল্প করছে। তখন সন্ধ্যা। নীরেন কিছুক্ষণ আগে চলে গিয়েছে। সেও উঠি-উঠি করছে কিন্তু যূথিকা কিছুতেই তাকে ছেড়ে দিচ্ছে না। এ কথা সে কথা বলে আট্‌কে রাখ্‌ছে। এক সময় "আচ্ছা, তা'হলে আসি "ব'লে সে বে'র হ'বার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পেছন হ'তে একটা টান পড়ায় চম্‌কে সে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলো যূথিকা তার অতি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার আপাদ মস্তক একটা ঢেউ খেলে গেলো। কোন কথা না বলে, নীরবে সে যূথিকার কথার প্রতীক্ষা করতে লাগলো। যূথিকা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তার ডান হাতখানি ধরে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্‌লো "আমি কি তোমার কাছে এতোই নগণ্য যে দু' একটি

মিষ্টি কথাও তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারিনে? আমি তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি এম্‌নি ভাবে আমাকে আঘাত করে যাচ্ছো? বিজয় অবাক হয়ে গেলো, কিন্তু পরক্ষণেই হাতটি ছাড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত ভদ্রতার সহিত এই ক'টি কথা বলে বেড়িয়ে এলো, "ক্ষমা করবেন, আপনাকে স্বেচ্ছায় আঘাত করবার মতো মনের অবস্থা এখনো এ দরিদ্রের হয়নি।"

ধীরে ধীরে এম্‌নিতরো অনেক ঘটনাই তার মনে হ'তে লাগলো। অচলা যখন গভীর ভালোবাসা জানিয়ে হিন্দুর বিয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করে তাকে এক চিঠি লিখেছিলো তখন সে মহা আশ্চর্য্যান্বিতই হয়েছিলো তারপর চিঠির প্রত্যুত্তরে সে কি জবাব দিয়েছিলো তার তা মনে পড়লো। সে লিখেছিলো "তোমার মতো মেয়েদের বিশ্বেস করে আনন্দ করা চলে কিন্তু বিশ্বেস করে গৃহলক্ষ্মী করা চলে না ইত্যাদি।" যদিও সে জানে মেয়েদের সঙ্গে মিশে আনন্দ করার মতো দৌর্ব্বল্য তার নেই। কেন, আনন্দের জন্য কি পুরুষ বন্ধুরা নেই? সরসীর চিঠির সে জবাবই দেয়নি। কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে খারাপ কাগজ ফেলবার ঝুরিতে ফেলে দিয়েছে।

অতসী আসে তার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব নিয়ে তর্ক করতে। দু এক লাইন পড়েই মস্ত মস্ত কথা আওড়াবার চেষ্টা। সে দিন সে তাকে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'লে দিয়েছে, "আপনি যদি ছোট ছেলেমেয়েদের মনস্তত্ত্বের প্রতি লক্ষ রাখেন তাহ'লে তাদের অনেক সুবিধে হ'বে।"

সে বুঝতেই পারে না নিজের কাজ ফেলে মেয়েরা এই সব অনধিকার চর্চ্চায় মেতে উঠে কেন! পুরুষের সমান হবে! পুরুষ পুরুষই থাক্‌বে; নারী নারীই থাকবে।

মোটর এসে শেয়ালদা ষ্টেশনের পাশে থামলো।

(৩)

কয়েক দিন হ'লো বিজয় পল্লী গ্রামের শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে এসেছে। এক দিন বিকেল বেলা তার নিজের ঘরের জানালার ধারে একটা কেদারা টেনে নিয়ে বসে সে ডাঃ উইলিয়াম রোজ সম্পাদিত "An outline of Modern knowledge" বইখানা পড়ছিলো উরুর উপর মির কে, সি, সেনের "Side Lights on Western civilisation" বইখানা পড়ে ছিলো, হঠাৎ পদ-ধ্বনি শুন্‌তে পেয়ে বাইরে তাকাতেই সে ভারি আশ্চর্য্য বোধ করলো। বিজয়ের মা ষোলো সতেরো বছরের একটি সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসছিলেন। সে ভাবলো "এ আবার কাকে নিয়ে এলেন মা। তাঁরা ঘরে ঢুকতেই বিজয় কেদারা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বস্‌লো। বিজয়ের মা মেয়েটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে তাকে একটি কেদারায় বসিয়ে দিয়ে নিজে আর একটিতে বস্‌তে বস্‌তে বল্লেন, "সুভদ্রা, মা তুমি তো তোমার বাবার মুখে আমাদের সব কথাই শুনেছো। এরি নাম বিজয়, আমার এক মাত্র আশার প্রদীপ, গতবার বাংলা সাহিত্যে এম, এ, পাশ করেছে। এখন কিছুই করছে না। আমি বলি, জমিদারীই নিজেই দেখ না, দিন রাত কেবল পড়া। এমন করলে শরীর নষ্ট হবে না মা? তুমিই ব'ল না! সুভদ্রা একটু হাস্‌লো মাত্র, তিনি আবার বলতে লাগলেন, "বিজয়, এর নাম সুভদ্রা, তোর শৈলেন কাকার মেয়ে। এই কতোক্ষণ হ'লো শৈলেন বাবু একে নিয়ে গৌহাটি থেকে এয়েছেন।"

বিজয় বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলো। তাকে ডাকতেই সে ফিরে হাঁ করে চেয়ে রইলো।

মা বললেন, "হাঁ করে চেয়ে রয়েছিস্ কি, তোর মনে নেই, আমরা যখন গৌহাটিতে গিয়েছিলুম তখন শৈলেন বাবুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়! 'তিনি সেখানে সাহিত্যের প্রফেসর। এ ছুটিটা আমি তাদের 'এখানে কাটিয়ে যেতে আমন্ত্রণ করেছি।" বিজয় উত্তর দেবে কি, সুভদ্রা নামটা শুনেই চম্‌কে গিয়েছিলো। এ তো আজকালকার সেই রেবা, লেখা, বেলা, ইলা, লিলি, মিলি নয়। চকিতে একবার সে সুভদ্রার মুখখান দেখে নিলো। নাঃ, এর মধ্যে তেজ আছে, গাম্ভীর্য্য আছে, দৃঢ়তা আছে, অথচ কেমন একটা স্নিগ্ধতা, মধুরতা, শান্ততার ভাব! কি লাবণ্য, কি স্বাস্থ্য! তার মনে হ'লো মেয়েটি সত্যই সুন্দরী।

মা বলতে লাগলেন "শৈলেন বাবু খেয়ে দেয়ে বিছানায় একটু কাৎ হয়েছেন। সুভদ্রার দিনে ঘুমানোর অভ্যেস নেই, কাজেই নিয়ে এলাম তোর ঘরে। তোরা দু-জনে মিলে একটু গল্প কর। আমার একটা কাজ রয়েছে সেটা শীগ্‌র সে'রে ফেলতে হবে। সুভদ্রা, মা কোন লজ্জা করোনা। আমিও আস্‌ছি একটু পরে। বিজয়, তোর বইটই রেখে এখন একটু গল্প কর এর সঙ্গে।" এই বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

কতক্ষণ উভয়েই চুপ। বিজয়ের মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে কখনো বাধেনি, অথচ আজ সে কি ব'লে আলাপ আরম্ভ করবে, ভেবেই পাচ্ছে না। বিজয়ের মনে হ'লো, "মেয়েদের ভেতরেও এমন কেউ থাক্‌তে পারে কি, যে তাকে এমন ভাবে চুপ করিয়ে দিতে পারে! না, এ সব দৌর্ব্বল্যকে সে মোটেই প্রশ্রয় দেবে না। আচ্ছা, কি বলে সম্বোধন করা যায়, আপনি না তুমি? আত্মীয় যখন এবং বয়সেও ছোট যখন তখন তুমিই ভালো। কিন্তু প্রথম কি বলা যায়!

সে কতক্ষণ ভেবে বললো, "তুমি গৌহাটিতে আমাকে দেখেছো?" সুভদ্রা নম্রতার সহিত উত্তর দিলো, "দেখেছি হয়তো আপনারা যখন আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মনে পড়ছে না ঠিক, আমি তখন ছোট ছিলুম। বড়ো হ'য়ে বাবার মুখে আপনাদের কথা শুনেছি। আপনার বোধ হয় আমাকে মনে আছে, নয় কি!" বিজয় লজ্জিত হাস্যে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলো।

এমন পরিষ্কার করে কথা বলার ক্ষমতা, কথা বলার এমন মার্জ্জিত ভঙ্গী দেখে বিজয়ের মনে হ'লো সুভদ্রা নিশ্চয়ই ভালো লেখা পড়া জানে। তাই সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি লেখা পড়া খুব ভালো বাসো!" সুভদ্রা প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝে নিয়ে বললো, "শৈশবে মা'ই আমাকে পড়াতেন। দশ বছর বয়সে মাকে হারাই। তারপর কিছুদিন স্কুলে পড়ি। স্কুল ছাড়ার পর থেকে বাবা বিশেষ যত্নের সঙ্গে বাড়ীতেই ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য পড়াচ্ছেন।"

বিজয়ের খুব আনন্দ হ'লো। সুভদ্রা তো এতো লেখা পড়া শিখেছে, কৈ, তার তো কোন দেমাক নেই, কোন বাচালতা নেই, নিরর্থক চঞ্চলতা নেই; উপরন্তু আছে তার চোখ মুখে অসামান্য প্রতিভার একটা দীপ্তি, কর্ত্তৃত্ব করার কেমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা!

তার মুখের বাধা গেল টুটে। সে তখন দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতে লাগলো। সুভদ্রা ও মাঝে মাঝে স্থির ধীর ভাবে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো।

প্রসঙ্গ ক্রমে তাদের আলোচনা অতি আধুনিক সাহিত্যে এসে দাঁড়ালো। সুভদ্রা প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা, এই যে মেয়েদের নিন্দে করে বর্ত্তমানে এক সাহিত্য চলেছে এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

বিজয় বল্‌লো, "আজকালকার তথাকথিত শিক্ষিতা মেয়েদের নিন্দে করাই উচিত।"

সুভদ্রা বললো, "কেন, তারা অনেক গুণ আয়ত্ত করছে বলে ?"

বিজয়—"তারা যা আয়ত্ত করছে, সে গুলো সৎ নয় অসদ্‌গুণ।"

সুভদ্রা—"যেমন ?"

বিজয় "যেমন বিলাসিতা, পুরুষের মন হরণ করবার নানা নিকৃষ্ট পন্থা।" এই বলে' বিজয় একবার ভালো করে সুভদ্রার পরিধানের দিকে তাকালো। কি দেখ্‌লো ? দেখ্‌লো, সেখানে বিলাসিতার চিহ্ন মাত্রও নেই। সুভদ্রার শাড়ী অতি সাধারণ। পরিপাটি করে পরবার কায়দায় সুন্দর দেখাচ্ছে, বিশেষ করে আজকালকার উড্ডীয়মানা মেয়েদের মতো না হওয়ায়। হাতে দু'গাছি সরু চুড়ী, কানে ঝুম্‌কো, গলায় একটি সরু হার। পায়ে অতি সাধারণ মেয়েলী সেণ্ডেল।

সুভদ্রা ধীর ভাবে উত্তর করলো, "কেউ কেউ এগুলো শিখ্‌ছে এ আমি অস্বীকার করিনে এবং এখনো ভালো বলেও বলিনে, কিন্তু একটু ভেবে আপনি বলুন তো তাদের এই সব শিক্ষার জন্য আপনারাই দায়ী নন কি ?

কথাটা বিজয়কে গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুললো। সে মানস চোখটাকে বৈদিক যুগের পৃষ্ঠা থেকে বর্ত্তমান প্রশ্নের যুগের পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত একবার বুলিয়ে নিলো। কিন্তু কোন কথাই তার মুখ থেকে বেরুলো না।

সুভদ্রা বললো, "এখন গালাগালি দিয়ে তাদের ক্ষেপিয়ে না দিয়ে, ভালো কথায় উপদেশ দিয়ে তাদের ওপথ থেকে ফিরিয়ে আনা ভালো নয় কি ?

বিজয় ধীরে ধীরে বললো, "তাই বোধ হয় উচিত।"

সুভদ্রা বললো, "পৃথিবীতে ভালো ভাবে থাকতে গেলে, ঝগড়া না করে, নিজেদের শক্তি না কমিয়ে একটা মীমাংসা করে নিয়ে পুরুষ এবং স্ত্রী জাতির এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকাই কি উচিত নয়? আর মেয়েদের আপনারা বুঝিয়ে বললে তারা কখনো আপনাদের অবাধ্য হবে না। পুরুষ যেমন সব এক রকম না, নারীও তেম্‌নি সব এক রকম নয়। তারা যেমন প্রেয়সী হ'তে পারে ঠিক তেম্‌নি শ্রেয়সীও হ'তে পারে, এ কথাটা আপনি ভুলে যাবেন না।

কতোক্ষণ উভয়েই চুপ করে রইলো। তারপর সুভদ্রা নিস্তব্ধতা-টাকে ভেঙ্গে দিয়ে বল্‌লো, "আপনি নাকি বিয়ে করবেন না?"

বিজয়। "করবো না বলেই তো ঠিক করেছিলুম।"

সুভদ্রা। "তাহ'লে এখন মত বদ্‌লেছে বুঝি!"

বিজয়। "আমার ধারণা ছিলো আজকালকার সব মেয়েরাই এক ছাঁচে গড়া, এখন দেখছি ভালো মেয়েও আছে।" এই বলে সে একটু হাস্‌লো।

সুভদ্রাও হেসে বললো, "আমি তো আগেই বলেছি, পুরুষ যেমন সব এক রকম নয়, নারীও তেম্‌নি সব এক রকম নয়। আর আপনারা কাজ করবেন বাইরে, ভেতরটাও সামলানো চাই তো! তা ছাড়া জানবেন, নারীর সাহচর্য্য ভিন্ন পুরুষের কোন মহৎ কার্য্যেই সিদ্ধি লাভ হয় না। জীবনের পথে সঙ্গীরও প্রয়োজন, যে দেবে প্রেরণা, যে দেবে উদ্দীপনা।" বিজয় সুভদ্রার দিকে চেয়ে দেখলো তার কালো কালো বড় বড় চোখগুলি সরলতায় পূর্ণ।